চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

সরকারি খাতের পাশাপাশি বাংলাদেশের বেসরকারি খাত দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেসরকারি বিনিয়োগ ছিল মোট দেশীয় উৎপাদনের ২৪.১৮ শতাংশ। জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ২০২৩ মেয়াদে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে ২,১১৫.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সরকার বেসরকারি খাতের প্রসার ও এই খাতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে বিভিন্ন ধরনের নীতি ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে রয়েছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রণোদনা প্যাকেজ প্রদান এবং বিনিয়োগ সহজিকরণ এর জন্য বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ তৈরি করা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) মোট ৭০০টি প্রকল্প নিবন্ধিত করেছে যার মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগ হচ্ছে ৫,৪৫,৫৪১ মিলিয়ন টাকা। বাংলাদেশ ইকোনমিক জোনস অথরিটি (বেজা) অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যেখানে ইতিমধ্যে ৪৫টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ৪৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণাধীন রয়েছে, যা বাস্তবায়িত হলে ৫৫,০০০টি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। বাংলাদেশ এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন অথরিটি (বেপজা)তে মোট ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান চালু আছে এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যেখানে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,৬৫৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইপিজেডসমূহে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২২৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে পিপিপি পাইপলাইনে ৭৭টি প্রকল্প রয়েছে এবং এই প্রকল্পগুলোতে আনুমানিক ৪২.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, আইসিটি, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং বীমা খাতে বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ রয়েছে। বেসরকারি খাতের মাধ্যমে আরো বেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে সরকারি সংস্থাগুলির সেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষসমূহের অধিকতর কার্যকরী ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

বাংলাদেশের বেসরকারি খাত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ, উৎপাদনশীলতা এবং বাণিজ্য প্রসারের মাধ্যমে দেশের প্রবৃদ্ধি অর্জনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। **বাংলাদেশকে ২০৩১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি জ্ঞানভিত্তিক স্মার্ট এবং উন্নত অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য বেসরকারি খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।** স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের উদারীকরণ এবং বেসরকারিকরণ নীতির জন্য দেশে বেসরকারি উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশে বেসরকারি খাতের দ্রুত সম্প্রসারণ হয়েছে, যেমন- ১৯৭১ সালে যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল প্রায় ২১,৬০৮টি, তা বৃদ্ধি পেয়ে ডিসেম্বর ২০২৩ সাল নাগাদ ২,৮৮,৪৬৬টিতে দাঁড়িয়েছে (যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের পরিদপ্তর)। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতের মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপির ৩০.৯৫ শতাংশ, যার মধ্যে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ হচ্ছে ২৪.১৮ শতাংশ। সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক অর্থায়ন এর মাধ্যমে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় অবকাঠামো, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবাসহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে থাকে। এই সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা), বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ সহজীকরণের সুবিধার্থে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর মতো শিল্প-নির্দিষ্ট উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে, প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা), ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সহায়তা প্রদানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং অবকাঠামো ও সরকারি সেবা প্রদানে বেসরকারি অংশগ্রহণ এর জন্য পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ (পিপিপি কর্তৃপক্ষ) প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও, সরকার বেসরকারি খাতের জন্য একটি অনুকূল ব্যবসায়িক পরিবেশ তৈরি করতে বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে ব্যবসা নিবন্ধন পদ্ধতিকে সহজ করা, বিনিয়োগকারীদের পরামর্শ প্রদান এবং তাদের জন্য ওয়ান-স্টপ সার্ভিস সুবিধা চালু করা।

বিনিয়োগ পরিবেশ

সরকার ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করতে এবং দেশে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করতে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন নীতির সংস্কার সাধন করেছে। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (বিডা) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/এজেন্সির সাথে সমন্বয় করে বিশ্বব্যাংকের Ease of Doing Business Index'র অবস্থানগত উন্নতির জন্য এসব সংস্কার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নে কাজ করছে। উল্লেখ্য যে, গত সেপ্টেম্বর ২০২১-এ বিশ্বব্যাংক Ease of Doing Business Index রিপোর্ট প্রকাশ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং ভবিষ্যতে ব্যবসা এবং বিনিয়োগের পরিবেশ মূল্যায়নের জন্য একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তনের উপর কাজ করছে। তবে, গত ১৪ অক্টোবর ২০২১ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কমিটি ফর মনিটরিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ ডুয়িং বিজনেস (এনসিএমআইডি) এর নবম সভায় ব্যবসায় সহজতা সূচকে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। উক্ত সভায় বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রণীত সূচক ও অনুমিত বিষয়সমূহ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশের ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশের উন্নয়নে প্রযোজ্য সংস্কার ও কার্যক্রম নিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয়।

উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিডা কর্তৃক বাংলাদেশে 'ব্যবসা ও বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন' কর্মপরিকল্পনা (বিসিপ) নামে একটি খসড়া কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। খসড়া কর্মপরিকল্পনায় যে সকল সংস্কারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তা সকল সরকারি ও বেসরকারি অংশীজন, ব্যবসায়িক সংগঠন এবং দেশি ও বিদেশি ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মতামতের ভিত্তিতে আরো সমৃদ্ধ, ফলপ্রসূ ও কার্যকর করা এবং প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন পদ্ধতি চূড়ান্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে গত ১৬ জুন ২০২২ তারিখে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে ৭টি পিলারের বিপরীতে মোট ১১০টি সংস্কার প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় পিলারের বিপরীতে সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও কৌশল চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ দিনব্যাপি একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামতের আলোকে সংস্কার প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়।

ইতোমধ্যে বিডা ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী সংস্থার ১৫০টিরও বেশি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিগত ২৪ ফ্রেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনলাইন ভিত্তিক ওয়ান স্টপ সার্ভিস পোর্টালের কার্যক্রম চালু করেছে। এই অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি সংস্থাগুলিকে একত্রিত করা হয়েছে যেন দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীগণ প্রয়োজনীয় সেবা দ্রুততর সময়ে পেতে পারে। ফলে এখন স্বয়ংক্রিয়, কাগজবিহীন এবং নগদ টাকায় লেনদেন মুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পারমিটসমূহ অনেক কম খরচে এবং কম সময়ে পেতে পারেন। এই উদ্যোগটি দেশের সামগ্রিক ব্যবসার পরিবেশ উন্নত করতে এবং অধিকতর বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে সহায়ক হয়েছে। বর্তমানে এই অনলাইন সেবার মাধ্যমে বিডাসহ ৩৮টি সংস্থার ১১৫টি সেবা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশের বিনিয়োগ চিত্র

প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Direct Investment-FDI)

২০২৩ (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত) সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল ২,১১৫.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে সমমূলধন ৪৭১.৮৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পুনঃবিনিয়োগ ১,৬১৮.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও আন্তঃকোম্পানি ঋণ ২৫.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৩ থেকে ২০২৩ (সেপ্টেম্বর, ২০২৩) সাল পর্যন্ত বৈদেশিক বিনিয়োগের গতিধারা লেখচিত্র ১৪.১-এ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.১: প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ

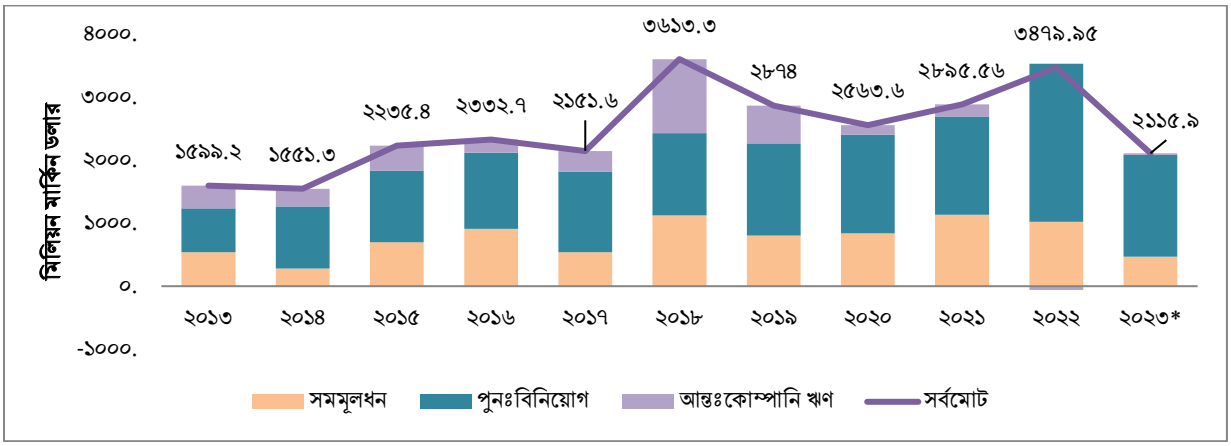

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক। * জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ এর মধ্যে পুনঃবিনিয়োগ সবচেয়ে বেশী, এর পরে রয়েছে সমমূলধন ও আন্ত:কোম্পানি ঋণ। পুনঃবিনিয়োগের এই প্রবাহ মূলত: বাংলাদেশের ব্যবসায়িক পরিবেশের উপর বিনিয়োগকারীদের ক্রমবর্ধমান আস্থাকে নির্দেশ করে। সারণি ১৪.১-এ বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ ২০১৩ থেকে ২০২৩ (সেপ্টেম্বর ২০২৩) পর্যন্ত উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.১: বাংলাদেশে প্রকৃত বিদেশি বিনিয়োগের উপাদানভিত্তিক প্রবাহ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিনিয়োগের উপাদান	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩*
সমমূলধন	৫৪১.০৬	২৮০.৩০	৬৯৬.৬৭	৯১১.৩৮	৫৩৮.৯০	১১২৪.১৩	৮০৩.৭০	৮৪২.২৯	১১৩৮.৭০	১০২২.৬৩	৪৭১.৮৪
পুনঃবিনিয়োগ	৬৯৭.১১	৯৮৮.৮১	১১৪৪.৭৪	১২১৫.৩৯	১২৭৯.৪২	১৩০৯.১১	১৪৬৭.৩৫	১৫৬৬.১২	১৫৬২.২৭	২৫১৪.৯৭	১৬১৮.১৪
আন্তঃকোম্পানি ঋণ	৩৬০.৯৯	২৮২.১৭	৩৯৩.৯৮	২০৫.৯৫	৩৩৩.২৪	১১৮০.০৬	৬০২.৯০	১৫৫.১৭	১৯৪.৫৯	-৫৭.৬৫	২৫.৯২
সর্বমোট	**১৫৯৯.১৬**	**১৫৫১.২৮**	**২২৩৫.৩৯**	**২৩৩২.৭২**	**২১৫১.৫৬**	**৩৬১৩.৩০**	**২৮৭৩.৯৫**	**২৫৬৩.৫৮**	**২৮৯৫.৫৬**	**৩৪৭৯.৯৫**	**২১১৫.৯০**

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিডা।* জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মোট প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে ২০১৮ সালে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ ছিল সর্বোচ্চ ৩,৬১৩.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কোভিড-১৯ এর কারণে পরবর্তী ৩ বছর প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ একটু কমে ২৮৭৩.৯৫, ২৫৬৩.৫৮ ও ২৮৯৫.৫৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। কিন্তু ২০২২ সালে এই প্রবাহ বেড়ে হয় ৩,৪৭৯.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই ধারা বিনিয়োগের গন্তব্য হিসেবে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে এবং বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশকে নির্দেশ করে। তবে বিদ্যমান অবকাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাগুলি দূর করে এবং উন্নত ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে অধিকতর প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করার সুযোগ রয়েছে।

স্থানীয় বিনিয়োগ

মূলধনী যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানির পরিসংখ্যান হতে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার তথ্য পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার মধ্যে ৬৫ শতাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির প্রবণতাকে শিল্পায়নের গতিধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ২,৬২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যমানের মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরে একই সময়ে ছিল ৩,৩৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র ১৪.২-এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৪) পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির ধারা তুলে ধরা হলো:

লেখচিত্র ১৪.২: মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি

উৎস: পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক * জুলাই-ফেব্রুয়ারি

যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন (স্থানীয় ও বৈদেশিক)

বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরুর প্রাথমিক ধাপ হলো বিনিয়োগ নিবন্ধন। ২০১১-১২ অর্থবছর হতে বিডায় নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের বছরওয়ারি তথ্য সারণি ১৪.২ এ দেখানো হলো। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট ১,৯৫৬টি বেসরকারি প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ৮,৭৮,৯৩৭ মিলিয়ন টাকা। যেখানে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) মোট ৭০০টি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৪৫,৫৪১ মিলিয়ন টাকা।

সারণি ১৪.২: বিডায় বেসরকারি বিনিয়োগ প্রস্তাব নিবন্ধন

অর্থ বছর	স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রস্তাবনা		মোট প্রস্তাবনা		প্রবৃদ্ধি (%)
	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	প্রকল্প	মিলিয়ন টাকা	
২০১১-১২	১৭৩৫	৫৩৪৭৬৯	২২১	৩৪৪১৬৮	১৯৫৬	৮৭৮৯৩৭	(-) ১০
২০১২-১৩	১৪৫৭	৪৪৬১৪৮	২১৯	২২০৭২১	১৬৭৬	৬৬৬৮৭০	(-) ২৪
২০১৩-১৪	১৩০৮	৪৯৭৫৯৩	১২৪	১৮৫৩১৮	১৪৩২	৬৮২৯১১	(+) ২.৪০
২০১৪-১৫	১৩০৯	৯১২৭৩১	১২০	৮০৬১৯	১৪২৯	৯৯৩৩৪৯	(+) ৪৫.৪৬
২০১৫-১৬	১৫১১	৯৪৫৮৫৪	১৫১	১৫৫৭৬০	১৬৬২	১১০১৬১৪	(+) ৯.৮৬
২০১৬-১৭	১৫৭৮	৯৯৬৭২৬	১৬৭	৮৫৫৮৯২	১৭৪৫	১৮৫২৬১৮	(+) ৬৮.১৭
২০১৭-১৮	১৪৮৩	১২৫৭৯৯২	১৬০	৮১৪৯৩৩	১৬৪৩	২০৭২৯২৫	(+) ১১.৮৯
২০১৮-১৯	১১৯৮	৭০৬৯৬০	১৭০	৪৩৩৯৯৬	১৩৬৮	১১৪০৯৫৬	(-) ৪৪.৯৬
২০১৯-২০	৭৩৯	৬৩৯৯৩২	১৬৬	৪১২৩৩২	৯০৫	১০৫২২৬৪	(-) ১১.৮৪
২০২০-২১	৯৮৬	৫৬৫৯১৪	১০৯	৮৯৭৪৫	১০৯৫	৬৫৫৬৫৯	(-) ৩৭.৬৯
২০২১-২২	১০১৫	১২৫৮৬৬৯	১০৯	১৫৫৬৫২	১১২৪	১৪১৪৩২১	(+) ১১৫.৭১
২০২২-২৩	৯০০	৮৩৮৫৩২	১১৬	৩১২১৯৯	১০১৬	১১৫০৭৩১	(-) ১৮.৬৩
২০২৩-২৪*	৬১৯	৩৮৮২২৮	৮১	১৫৭৩১৩	৭০০	৫৪৫৫৪১	-

সূত্র: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০১৫-১৬ অর্থবছরে বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পের আর্থিক মূল্য ছিল ৯,৪৫,৮৫৪ মিলিয়ন টাকা যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) দাঁড়িয়েছে ৩,৮৮,২২৮ মিলিয়ন টাকায়। লেখচিত্র-১৪.৩ এ দেখা যাচ্ছে যে, এই সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড় খাত ছিল রাসায়নিক শিল্প (৩০%), তারপরে অন্যান্য প্রধান খাতগুলির মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল শিল্প (১৭%), কৃষিভিত্তিক শিল্প (১৪%) এবং সেবা ও প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং শিল্প (৭%)। সারণি-১৪.৩ এ ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) পর্যন্ত সময়ে বিডায় নিবন্ধিত স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলির সাম্প্রতিক ধারা উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৩: খাতভিত্তিক স্থানীয় বিনিয়োগ নিবন্ধন

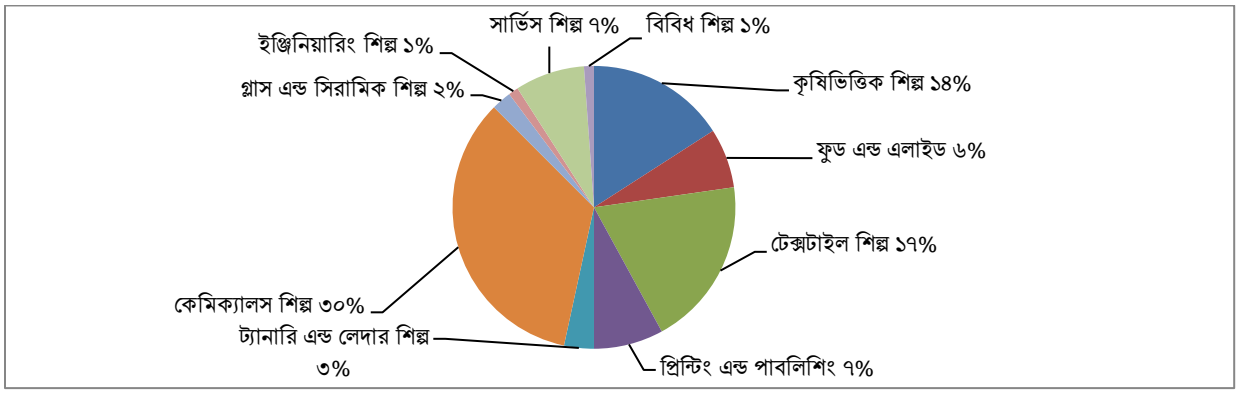

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ২০২৩-২৪ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)।

সারণি ১৪.৩: স্থানীয় বিনিয়োগে নিবন্ধিত শিল্পের খাতভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন টাকা)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	১০৬৫৭১.১৪	৬৬৯৮৬.৭৮	৮১৭৭৪.২৩	৪৫৬০৮.৩৭	৩১৩৩৯.২৮	৯৫০৮৩.২৬	৪৫৫১৩.৪৬	৮১৭৭৫.৭০	৫২১৩৮.৮৩
ফুড এন্ড এলাইড	২৬১৯৬.৪৭	৭৭৭২৩.৩৫	৩৭১৬৮.৭২	৩৩১২১.৩৭	২৩২৪৪.৭৪	৪২৫৮৫.৭০	৩৪৯৬৯.৭৭	৮৬৩১৬.৬৭	২২৮৩০.১১
টেক্সটাইল শিল্প	১৬৯১১৭.০৫	১৮৯৭০৫.৮৮	২৫৭৭৯২.৫২	১৩৭৩৬৪.৮০	৫৮৯৩৫.৯৮	৩৬১৪১.৯৪	১৯৫২৬৩.৬৯	৯৬৪৫৪.৭৭	৬৬৪৯৭.০৯
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	৭০৪৯.৭৪	২৬১০৭.৬২	১১৬১৮.৩৮	২৪৬১৮.৩৮	২২২৮৬.৮৯	৯৩৬৭.২৯	১৮৪৭১.৯৬	৭২৩৯৫.০৭	২৬৯০০.০০
ট্যানারি এন্ড লেদার শিল্প	১৫০৫২.৪০	১৫০৬৮.১৯	১৯৩৮৫.০৫	১৯৯৭৬.৩৬	১৪৪১৭.৬১	১৮৯৮৭.৪৪	২৫৭৬৮.৮৮	৭৬৩৩.৪৭	১১৯৭৬.৫৮
কেমিক্যালস শিল্প	৩১৮২৪০.৬৪	২২৯৯১১.৭০	৩৮৯৯২৫.৪০	২২৩৩৬১.২১	৮৩৩৬৪.৯৬	১৮১৫৫৩.৮৯	২৫৩৯১০.৩৪	১৫৩০৯৮.৮১	১১৭৩৮৬.৬৯
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৭৬৫০.৪৮	২৩৮০৮.৫০	১৬৪০৫.৯৬	২৬৯৮০.৩৭	৯৮২১.০০	২৮৩৮৯.৩৭	১৭২১১.৪১	৫১২৫.১৪	৭৫১৬.০১
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	১৩৩৮৪৭.১৪	১৬০০০৯.৫৭	১৩৫২৮৭.২৪	৯৪১৮৪.১১	৮৭০৬২.৭৭	৮৩১১৭.৬২	১২১৩৮৬.২২	৬৭৮৭৪.৫২	৫০৯১২.০৮
সার্ভিস শিল্প	১০৭৫১২.৭৫	১৩৪১৮৭.৮৯	২৯৫৪০৩.৬৭	৯৮১২৮.৯২	৩০৩০৪৮.৫৫	৬৫৭৮২.৮০	৫৩৭৮৬৪.৩৬	২৬১৭৯৬.৬৭	২৮৮২৭.৮৭
বিবিধ শিল্প	৫৪৬১৬.২৩	৭২৬৯৫.১২	১৩২৩০.৫০	৩৪৯৭.১৬	৬৪১০.২৫	৪৯০৪.৩২	৮৩০৯.৩৫	৬০৬১.৬২	৩২৪২.৬১
সর্বমোট	**৯৪৫৮৫৪.০৪**	**৯৯৬২০৪.৬**	**১২৫৭৯৯১.৬৭**	**৭০৬৮৪১.০৫**	**৬৩৯৯৩২.০৩**	**৫৬৫৯১৩.৬৩**	**১২৫৮৬৬৯.৪৪**	**৮৩৮৫৩২.৪৪**	**৩৮৮২২৭.৮৭**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

খাতভিত্তিক বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন

২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৮১টি বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা)-তে নিবন্ধিত হয়েছে যার প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১,৪৪৫.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ২০২৩-২৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে নিবন্ধিত নতুন বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাসমূহে সার্ভিস খাতে শিল্প প্রকল্প নিবন্ধনের হার সর্বোচ্চ ৪৭ শতাংশ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো ক্যামিক্যালস শিল্প খাত (১৩%), ফুড এন্ড এলাইড শিল্প খাত (১০%) এবং টেক্সটাইল শিল্প (৪%)। লেখচিত্র-১৪.৪ এ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার খাতভিত্তিক বিন্যাস তুলে ধরা হলো। ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর খাতভিত্তিক বিবরণ সারণি- ১৪.৪ এ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৪: খাতভিত্তিক বিদেশি/যৌথমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন

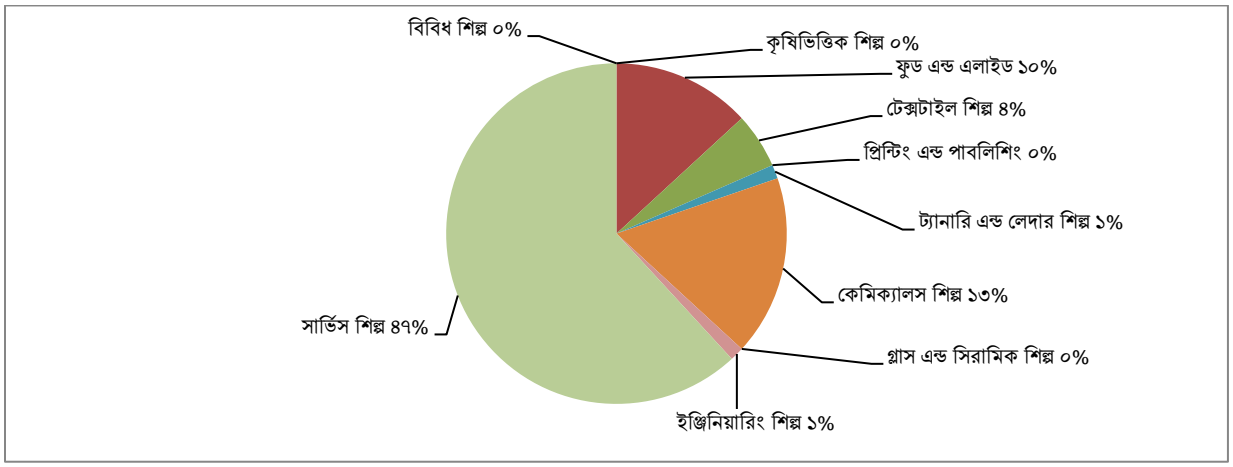

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। *২০২৩-২৪ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত)।

সারণি ১৪.৪: বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ নিবন্ধন শিল্পের খাতভিত্তিক তথ্য

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বৃহৎ খাতের নাম	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
কৃষিভিত্তিক শিল্প	৩৮.১৯	৩৩.৫৬	২৭.৩৬	১১৬০.৩৩	২৭.৩৩	৫.৭১	১৫৫.৪২	২৪২.৫৯	২.৫৯
ফুড এন্ড এলাইড শিল্প	৬.৮০	১৪.৪৯	১৭৫.০৯	৩৪.৫৫	৩০.৯১	৬.৫৮	৫৬.৩৭	৭৫.২৯	১৩৯.২০
টেক্সটাইল শিল্প	১৬.১০	০.৪৫	১২৭.৫৩	১৮৩.৭১	৫.৩৬	৪.১৭	২০৬.৫৮	১১৩.৬০	৬৫.১১
প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং	১.৮৫	-	৫.১৪	১.৫৪	৭.১৭	০.৬৮	৯.১০	৭৭.৩৬	১.৭৮
ট্যানারি ও চামড়া শিল্প	১১.৩৬	৩.৩৪	৫৫.২৫	১৬.৬৪	৮৯.৫০	৩০.৭১	৩.২৩	১০.৩৯	১৭.৭২
কেমিক্যালস শিল্প	৫১.৫২	১৬.৭৫	৬০৬৫.২২	৭২.৯১	২৬.৪৪	৩৭.৯৩	২১১.১৯	৪৫.৩৮	১৮১.৬১
গ্লাস এন্ড সিরামিক শিল্প	৭.০১	১২.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৩২	৭.৪৯	১.৮৭	০.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প	২২২.২৪	২৫৩৫.২৮	২৬৮.৯৫	২১৬.১৬	২৯৭১.৬৪	১৩১.২২	১৩৫.৩২	১৩০.৮৪	৩৫৯.৭৩
সার্ভিস শিল্প	১০৭.৯৮	৭৫১৫.০২	১৩৪৯.৭৯	২১৩.৪৪	১২২.৩২	৬৬৯.২৯	৯৪১.৪২	২১৭১.৮৫	৬৭৫.১৯
বিবিধ শিল্প	৫১.৯৮	২৪৫.৯৯	১৬৬৭.৯৯	৩১২৬.১৫	২৩৭.৯৮	৩.৫৭	৮৬.০২	২৪৬.৩০	২.৮৯
মোট	**৫১৫.০৩**	**১০৩৭৭.৬৪**	**৯৭৪২.৩২**	**৫০২৫.৪৩**	**৩৫১৮.৬৫**	**৯১৮.১৮**	**১৮১২.১৪**	**৩১১৫.৪৭**	**১৪৪৫.৮২**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, * ফেব্রুয়ারি ২০২৪।

বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার দেশভিত্তিক বিবরণ

২০২৩-২৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) অর্থবছরে বিশ্বের ২১টি দেশ হতে বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে (বিডা) নিবন্ধিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষে নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ এ অধ্যায়ের শেষে সংযোজনী- ১৪.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি

শিল্পায়নের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের অন্যতম লক্ষ্য। শিল্পখাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের ফলে ব্যবস্থাপনা, কারিগরি, সুপারভাইজরি এবং দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক পর্যায়ে প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ৩,৪১,০৭১ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে (লেখচিত্র-১৪.৫)।

লেখচিত্র ১৪.৫: ২০১২-১৩ হতে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে নিবন্ধিত প্রকল্পসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংখ্যা

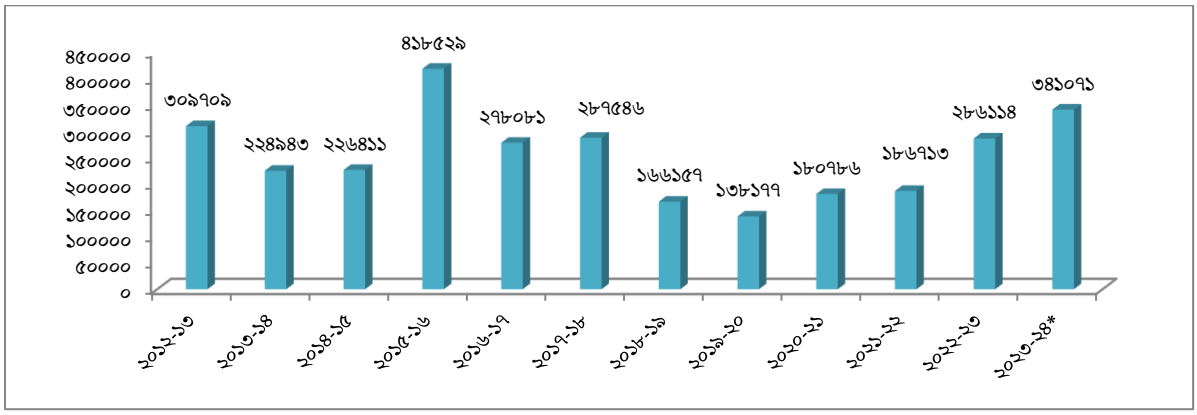

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বাছাই কমিটি কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করে থাকে।

২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর (জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৪) পর্যন্ত ১,২১৯টি বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাবের অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ২২,৬৭৪.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লেখচিত্র-১৪.৬ এ বৈদেশিক ঋণ প্রস্তাব ও ঋণের পরিমাণ উপস্থাপন করা হলো:

লেখচিত্র ১৪.৬: বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন

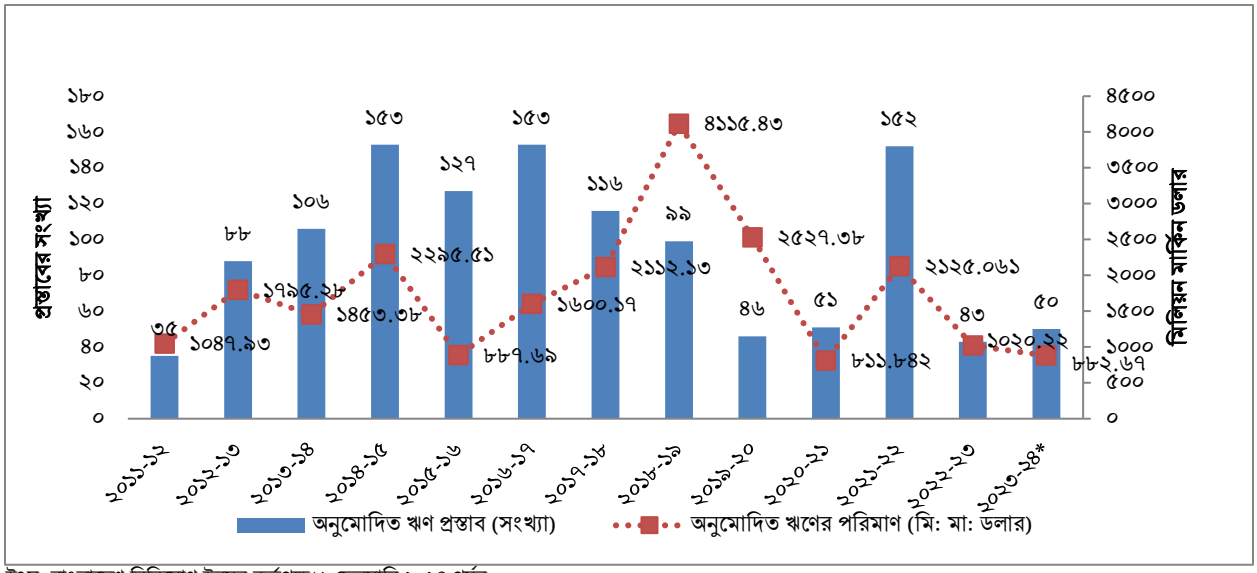

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত

বাণিজ্যিক অফিস অনুমোদন

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিনিয়োগকারীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় বাংলাদেশে বিদেশি কোম্পানির ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস স্থাপন ও মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমতি প্রদান করে থাকে। সারণি ১৪.৬ এ ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি) স্থাপনের অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

সারণি ১৪.৫ ঃ অনুমোদিত ব্রাঞ্চ, লিয়াজোঁ ও প্রতিনিধি অফিস এর পরিসংখ্যান

অর্থবছর	ব্রাঞ্চ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	লিয়াজোঁ অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)	প্রতিনিধি অফিস (নতুন ও মেয়াদ বৃদ্ধি)
২০১৩-১৪	৯৬	২১৫	৭
২০১৪-১৫	১২০	২৪৯	১১
২০১৫-১৬	১০২	২২২	১৫
২০১৬-১৭	১২০	২১১	১১
২০১৭-১৮	১৮৪	২৫৭	১৪
২০১৮-১৯	১৪৬	২১২	১৮
২০১৯-২০	১৫৩	২১৬	১১
২০২০-২১	১৯৯	২৫২	২০
২০২১-২২	১৮৭	২৩৮	১৬
২০২২-২৩	২১৩	২৪৫	২৪
২০২৩-২৪*	১২৫	২৫৯	১০
মোট:	**১৬৪৫**	**২৫৭৬**	**১৫৭**

উৎস: বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।* ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।

বাংলাদেশের বিনিয়োগে প্রোমোশন কর্তৃপক্ষসমূহ

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ২০১৬ সালে তৎকালীন বিনিয়োগ বোর্ড এবং প্রাইভেটাইজেশন কমিশন একীভূত হওয়ার মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল। বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আইন, ২০১৬ এর মাধ্যমে বিডা গঠিত হয় এবং ১ সেপ্টেম্বর ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়। বিডা বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয়, বিদেশি এবং যৌথ উদ্যোগ সংস্থাগুলির বিনিয়োগের সুবিধা, বিদেশি ঋণ অনুমোদন এবং এদেশে তাদের শাখা অফিস স্থাপনে সহযোগিতা করে থাকে। বিশ্বব্যাংক, আইএফসি, এডিবি, জাইকা এর মত উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে এবং চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, বিজিএমইএ, বেসিস এবং ব্যাংকার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতো ব্যবসায় সহযোগিতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিডা কাজ করে থাকে।

বিডা এর লক্ষ্য হল বেসরকারি খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও সহায়তা প্রদান এবং সরকারি শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং তাদের অব্যবহৃত জমি বা সুবিধা ব্যবহার করে আরও উপযোগী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য প্রশাসনিক সমন্বয় করা ও ওয়ান স্টপ সার্ভিস এর মাধ্যমে দ্রুত সেবা প্রদান করা। ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ শিল্প অবকাঠামো, কৃষিভিত্তিক শিল্প ও সেবার উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিডা কাজ করছে।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা)

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেপজা) দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে বিদেশি ও স্থানীয় বিনিয়োগ আকর্ষণ ও সুবিধা প্রদানে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষ। বিদ্যমান ৮টি ইপিজেড-এ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৪৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত এবং ১০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট বিনিয়োগ হয়েছে ৬,৬৫৪.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২২৭.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বেপজা সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে সংযুক্ত আছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) দেশ ও বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা। এই লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৯৭টি অর্থনৈতিক অঞ্চল অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি অঞ্চল (সরকারি ৩টি, বেসরকারি ৮টি) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং ২৯টি (১৫টি সরকারি ও অন্যান্য এবং ১৪টি বেসরকারি) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ পর্যন্ত ১২টি অঞ্চল বেজা থেকে প্রাইভেট ইকোনমিক জোন লাইসেন্স নিয়েছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে আনুমানিক ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা হয়েছে। বেসরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের এই বিনিয়োগসহ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ৪৫টি কোম্পানি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে এবং বিভিন্ন জোনে ৪৭টি শিল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। এই শিল্পগুলি এ পর্যন্ত ৫৫,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। বেজার উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম ও অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক. **উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চলমান রয়েছে এরূপ** অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহ হচ্ছে-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট ইকোনমিক জোন, মেঘনা অর্থনৈতিক

অঞ্চল, কর্ণফুলী ড্রাইডক স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল, বে ইকোনমিক জোন, সিটি ইকোনমিক জোন, কুমিল্লা ইকোনমিক জোন এবং আব্দুল মোনেম ইকোনমিক জোন।

খ. অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে উল্লেখযোগ্য বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এসেছেন জাপান, চীন, ভারত, তুরস্ক, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইজারল্যান্ড ও নরওয়ে থেকে।

গ. বেজা এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ১২৫টি সেবা প্রদান করে যার মধ্যে ৬০টি সেবা অনলাইনে এবং ৬৫টি সেবা অফলাইনে প্রদান করে থাকে। এই সেবা প্রদান প্রক্রিয়াটি জাইকার প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে ক্রমাগত সমন্বয়ের মাধ্যমে করা হচ্ছে এবং এটি ব্যবসা সহজতর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ঘ. বেজা মহেশখালীতে সোনাদিয়া ইকো ট্যুরিজম পার্ক, টেকনাফে সাবরাং ও নাফ ট্যুরিজম পার্ক নামে ৩টি পর্যটন পার্ক স্থাপন করছে। সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে ইতিমধ্যে ২৮টি কোম্পানিকে জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এখানে উন্নয়নের কাজ চলছে।

ঙ. বেজার আওতায় ৪টি জি টু জি ভিত্তিক অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়নাধীন এবং সেগুলি হল- নারায়ণগঞ্জে বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাপানি অর্থনৈতিক অঞ্চল), চট্টগ্রামে চাইনিজ ইকোনমিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন, মিরসরাইয়ে প্রথম এবং মংলায় দ্বিতীয় ভারতীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল। এছাড়া যৌথ উদ্যোগে জি টু জি ভিত্তিতে কোরিয়ান অর্থনৈতিক অঞ্চল, সৌদি অর্থনৈতিক অঞ্চল, ভুটানিজ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং Developing-8 ভুক্ত দেশগুলোর জন্য ডি-৮ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বিষয়ে আলোচনা চলমান আছে।

চ. বেজা কর্তৃক চট্টগ্রামের মীরসরাই, সীতাকুন্ড এবং ফেনীর সোনাগাজী উপজেলায় প্রায় ৩৩ হাজার একর জমির ওপর গড়ে তোলা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পরিকল্পিত শিল্প নগরী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর। দেশের সর্ববৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চলটির ৫,৩৩৭ একর জমি বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলটিতে বিনিয়োগকারী ৬টি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করেছে এবং আরো ২৩টি প্রতিষ্ঠানের শিল্প স্থাপনের কাজ চলমান আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগরে এ পর্যন্ত আগত বিনিয়োগ প্রস্তাবের পরিমাণ ১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) উদ্যোগ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য গতি অর্জন করেছে। সরকার পিপিপি পদ্ধতিকে অর্থায়নের এবং বেসরকারি খাতের দক্ষতা এবং উদ্ভাবনকে সংশ্লিষ্ট করে সাশ্রয়ী অবকাঠামো নির্মাণ ও দক্ষতার সাথে জনসেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে দেখছে। Policy and Strategy for Public-Private Partnership (PPP), ২০১০ এর উপর ভিত্তি করে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহকে সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১০ সালে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে 'বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন' প্রণীত হলে সেই আইনের আওতায় পিপিপি অফিস পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষে রূপ নেয়। পিপিপি কর্তৃপক্ষ পিপিপি প্রকল্পের উন্নয়ন, স্ট্রাকচারিং এবং বাস্তবায়নে সরকারি খাতকে সহায়তা প্রদান করে। এটি মন্ত্রণালয়, সংস্থা, অনুমোদনকারী সংস্থা এবং পিপিপি প্রকল্পে আগ্রহী বিনিয়োগকারীদের জন্য পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের সহযোগিতা প্রদানের একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। পিপিপি কর্তৃপক্ষ মূলত: পিপিপি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মনিটরিং এবং সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নে পিপিপি মাধ্যমকে আকর্ষণীয় করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আওতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শুরুতে ২০১২ সালে, মোট ৭টি প্রকল্প পিপিপি পাইপলাইনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পিপিপি পাইপলাইনে প্রকল্পের সংখ্যা বেড়ে ২০১৬ সালে ৩৯টিতে এবং বর্তমানে ৭৭টিতে উন্নীত হয়েছে। ১৭টি মন্ত্রণালয়ের ২৬টি সংস্থা এই ৭৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে নিয়োজিত রয়েছে। এই প্রকল্পগুলোতে আনুমানিক ৪২.২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ২০টি প্রকল্পের জন্য বেসরকারি অংশীদারদের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, ঢাকা বাইপাস রোড, রামপুরা-আমুলিয়া-ডেমরা এক্সপ্রেসওয়ে, পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্প, মংলা বন্দরে দুটি জেটি স্থাপন, পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল, ঝিলমিল হাউজিং প্রকল্প ও অন্যান্য। চলমান প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে ঢাকার আউটার রিং রোড, বে টার্মিনাল, গাবতলী-সাভার-নবীনগর মহাসড়ক, কমলাপুর মাল্টিমোডাল হাব এবং হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

পিপিপি'র মাধ্যমে সমাপ্ত প্রকল্পগুলো হচ্ছে-ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কিডনি ডিজিজ এন্ড ইউরোলজী হেমোডায়ালাইসিস সেন্টার, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের আংশিক অংশ এবং পূর্বাচল পানি সরবরাহ প্রকল্পের ১ম ফেজ।

বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষ সরকার-টু-সরকার (জিটুজি) পদ্ধতিতে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ৬টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সিঙ্গাপুর ও ডেনমার্কের সাথে ১৪টি প্রকল্প চিহ্নিত হয়েছে যার সম্ভাব্য বিনিয়োগ প্রায় ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প

সরকার ২০০৭ সালে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য হল বাংলাদেশে এসএমই-এর প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সেবা এবং সহায়তা কর্মসূচি প্রদান করা। এ সকল সহায়তার মধ্যে রয়েছে আর্থিক সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি, বাজার সম্প্রসারণ এবং ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অষ্টম অধ্যায়ে সংযুক্ত আছে।

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

দেশে হাই-টেক শিল্প তথা তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন-২০১০' এর আওতায় বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন স্থানে হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের মাধ্যমে দেশের বিপুল যুবশক্তির কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সারাদেশে ৩৯টি হাই-টেক পার্ক/সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশের হাই-টেক পার্কসমূহে এ পর্যন্ত দেশি-বিদেশি ১৯২টি কোম্পানিকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। সরকার অবকাঠামো উন্নয়নে ১০টি পার্কে এ পর্যন্ত ১,৭৩৫.১৯ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে, ফলে ৩৮,৩৮০ জন তরুন-তরুনীকে আইটি খাতে দক্ষতা উন্নয়নসহ স্টার্ট-আপ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে; পাশাপাশি বিভিন্ন আইটি কোম্পানিতে ৩৪,৭০০ জনের কর্মসংস্থান ব্যবস্থা হয়েছে।

কতিপয় নির্বাচিত খাতের বেসরকারি খাত উন্নয়ন কার্যক্রম

টেলিযোগাযোগ খাত

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ খাত সাম্প্রতিক সময়ে এক ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ খাতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নকে সুগম করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে চারটি মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর রয়েছে: গ্রামীণফোন, রবি আজিয়াটা, বাংলালিংক এবং টেলিটক। এই অপারেটরগুলো ভয়েস এবং ডেটা সেবাসহ ৩জি এবং ৪জি (এলটিই) সেবা প্রদান করছে এবং পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি সেবা চালু করেছে। বাংলাদেশ একটি দ্রুত বর্ধনশীল মোবাইল ফোনের বাজার। ২০০৪ সালে মোবাইল ফোনের মোট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৪ মিলিয়ন তা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ১৯০.৪৬ মিলিয়ন ছাড়িয়েছে। বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১২৯.১৮ মিলিয়ন সক্রিয় ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছে (সারণি-১৪.৬)।

উল্লেখ্য যে, মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের বৃদ্ধি বিশেষভাবে বেড়েছে, দেশে বর্তমানে ১১৬.৩০ মিলিয়ন মোবাইল ইন্টারনেট গ্রাহক রয়েছে। বাংলাদেশের ব্রডব্যান্ড বাজারও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বেশ কয়েকটি কোম্পানি ফিক্সড-লাইন এবং ওয়্যারলেস ব্রডব্যান্ড সেবা প্রদান করছে। আইএসপি এবং পিএসটিএন গ্রাহকের সংখ্যা ২০২৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত ১২.৮৮ মিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তরগুলির মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়নে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। আশা করা যায়, এ সকল উদ্যোগ এই খাতে বেসরকারি খাতের সম্প্রসারণসহ স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ ভিশন অর্জনের জন্য সহায়ক হবে।

সারণি ১৪.৬: মোবাইল, ফিক্সড ফোন, ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা, এবং টেলিঘনত্ব

গ্রাহক শ্রেণি, টেলিঘনত্ব	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭ (জুন)	২০১৮ (জুন)	২০১৯ (ডিসেম্বর)	২০২০ (ডিসেম্বর)	২০২১ (ডিসেম্বর)	২০২২ (ফেব্রুয়ারি)	২০২৩ (ফেব্রুয়ারি)	২০২৪ (ফেব্রুয়ারি)
মোবাইল গ্রাহক	৯.৭৪	১১.৪৮	১২.১৯	১২.৬৪	১৩.৬০	১৫.৬৯	১৬.৫৫	১৭.০১	১৭.৩৩	১৮.১৫	১৮.২৬	১৯.০৫
ফিক্সড ফোন গ্রাহক (কোটি)	০.১০	০.০৭	০.০৬	০.০৬	০.০৬	০.০৫৩	০.০৫৬	০.০৫	০.০৪৮	০.০৪৮	০.০৪৬	০.০৫৫
ইন্টারনেট গ্রাহক (কোটি)	৩.১০	৩.৫৫	৪.২৮	৬.৬৬	৭.৩৩	৯.১৪	৯.৯০	১১.১৯	১২.৩৮	১২.৪৪	১২.৫০	১২.৯২
বছরভিত্তিক টেলিঘনত্ব (%)	৬৩.৯১	৭৬.৪৪	৭৮.৭৯	৮১.৪৮	৮৭.৩২	৯৬.৩৬	৯৯.২৪	১০০.৬	১০৫.৫৭	১০৩.১০	১০৪.৩৭	১০৭.৬৩

উৎস: বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

বিদ্যুৎ খাত

ভিশন-২০৪১ এর লক্ষ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০,০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ১১,১৭০ মেগাওয়াট, বেসরকারি খাতে ১১,১৫৭ মেগাওয়াট, যৌথ উদ্যোগে ১,৮৬১ মেগাওয়াট এবং ২,৬৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানিসহ গ্রিডভিত্তিক মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২৬,৮৪৪ মেগাওয়াটে দাঁড়িয়েছে, যা ক্যাপটিভ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিসহ ৩০,০৬৭ মেগাওয়াট। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৫৪,৪০৯ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৩৪.৫৭ শতাংশই পাওয়া গেছে বেসরকারি খাত থেকে, ৩৬.১৭ শতাংশ এসেছে সরকারি খাত থেকে, ১১.৩৪ শতাংশ এসেছে যৌথ উদ্যোগ থেকে এবং অবশিষ্ট ১৭.৯২ শতাংশ আমদানি করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত

সরকারি খাত, বেসরকারি খাত এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বিত উদ্যোগে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশব্যাপী শিক্ষার সুযোগ, গুণগতমান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নত হয়েছে এবং শিক্ষাখাত সম্প্রসারণ এবং ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। সরকার টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। মাধ্যমিক শিক্ষার হার ও জেন্ডার সমতায় অর্জিত সাফল্য ধরে রাখার লক্ষ্যে সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ছাত্র ও শিক্ষকদের বৃত্তি-উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান, মেধার বিকাশে নানারূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, সহায়ক নীতিমালা ও পরিবেশ তৈরি, সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। বেসরকারি এমপিওভূক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুকের প্রচলন, উপজেলা আই.সি.টি. ট্রেনিং ও রিসোর্স সেন্টার স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৫১টি। বর্তমানে ১১৪টি অনুমোদিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যাদের মধ্যে ১০৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে ইউজিসি কর্তৃক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: ২০১৮-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীত করণের লক্ষ্যে ১ জানুয়ারি ২০২৩ হতে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিকুলাম OBE (Outcome Based Education) Curriculum Template প্রণয়ন করে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। এছাড়া, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কর্মমুখী বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। দেশে বেসরকারি খাতে ৭২টি মেডিকেল কলেজ, ১২টি ডেন্টাল কলেজ, ১৪টি ডেন্টাল ইউনিট, ১৩টি স্নাতকোত্তর ইনস্টিটিউশন, ২০০টি মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট স্কুল, ৯৭টি ইনস্টিটিউশন অব হেলথ টেকনোলজি কার্যক্রম পরিচালনা করছে (২০২৩ সালের তথ্যানুযায়ী)।

সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাত ও এনজিওসমূহকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা দিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে দেশে ৫,০৫৬টি বেসরকারি হাসপাতাল, ১০,০৭১টি ডায়গনস্টিক সেন্টার এবং ১৯৮টি ব্লাড ব্যাংককে লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে, স্বাস্থ্য সেবা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ এবং কোভিড-১৯ সহ অন্যান্য সংক্রামক রোগ নির্মূলে এনজিওর কার্যক্রমের পাশাপাশি সরকারের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো।

এছাড়াও, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি কর্মসূচির অধীনে শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার কমাতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেশ কিছু দেশি-বিদেশি এনজিও সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। স্বাস্থ্য খাতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব বা পিপিপি-ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা এবং এটি দেশে উন্নয়নধর্মী সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

পর্যটন খাত

পর্যটনখাত বাংলাদেশের একটি ক্রমবর্ধমান খাত যেখানে উন্নয়নের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন (বিপিসি) পর্যটকদের মানসম্পন্ন সেবা প্রদান, আন্তর্জাতিক মানের পর্যটন সুবিধা তৈরি, পর্যটন আকর্ষণের বৈচিত্র্যকরণ এবং মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে থাকে এবং বাংলাদেশ পর্যটন বোর্ড (বিটিবি) দেশে পর্যটন শিল্প প্রসার ও প্রচারণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। সরকারি খাতের এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বাংলাদেশে পর্যটন খাতে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে, বেসরকারি খাত পর্যটন অবকাঠামোতে (যেমন, নতুন হোটেল, রিসোর্ট এবং অন্যান্য আবাসন সুবিধা নির্মাণের পাশাপাশি থিম পার্ক এবং বিনোদন কেন্দ্রের মতো পর্যটন আকর্ষণ) এবং পর্যটন সুবিধার উন্নয়নে বিনিয়োগ করছে। পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অবদান রয়েছে পর্যটন পণ্য উদ্ভাবনে এবং সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও পর্যটন বিষয়ক প্রচারণায় (যেমন, নতুন এবং উদ্ভাবনী ট্যুর প্যাকেজ, পরিবহন ব্যবস্থাপনা এবং ভ্রমণ-সম্পর্কিত প্যাকেজ কার্যক্রম/ তথ্য প্রচার) এবং পর্যটন শিল্পে প্রশিক্ষণ প্রদানে ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য যে, সরকার টেকসই পর্যটনের জন্য বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত করছে। বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের তথ্যমতে, দেশের বেশ কিছু ইকো-ট্যুরিজম সাইট বেসরকারি খাতের সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তবে, বাংলাদেশের পর্যটন খাত পর্যাপ্ত অবকাঠামো, পরিবহন, বাসস্থান এবং পর্যটন সুবিধার অভাবসহ বেশকিছু সমস্যার মুখোমুখি। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম কর্তৃক প্রকাশিত "The Travel and Tourism Development Index 2021: Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future" প্রতিবেদনে ভ্রমণ ও পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন, স্থায়িত্ব এবং সমস্যা কাটিয়ে ওঠার সক্ষমতার মত কতিপয় বিষয় নিয়ে ১১৭টি দেশের একটি র‍্যাংকিং প্রকাশ করেছে। এই ভ্রমণ ও পর্যটন উন্নয়ন সূচক-২০২১ এ বাংলাদেশ তিন ধাপ এগিয়ে ১১৭টি দেশের মধ্যে ১০০তম অবস্থানে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বলা যায়, পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিদ্যমান সমস্যাগুলো মোকাবেলা করে এই খাতের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সরকার ও বেসরকারি খাতকে একসাথে কাজ করতে হবে আগামী দিনগুলোতে।

বীমা খাত

ব্যবসা ঝুঁকি হ্রাস ও জনগণের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা প্রদানে বীমা খাত নিরলসভাবে কাজ করছে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন দুটি প্রতিষ্ঠান 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন' ছাড়াও বর্তমানে দেশে ৮০টি বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠান তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বেসরকারি বীমা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ৪৫টি সাধারণ বীমা এবং ৩৫টি জীবন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। ২০২২ সালে সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয় ছিল ৪,৬১৫.৯৭ কোটি টাকা, যা ২০২৩ সালে ১২.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,২০৪.৩০ কোটি টাকা। সারণি ১৪.৭ এ সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের প্রবাহ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১৪.৭ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত	বেসরকারি খাত	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১৩	১৯০.৯৬	২১০১.৮৪	২২৯২.৮০	৮.৩৩	৯১.৬৭	-১২.৭৭	৭.৮৮	৫.৭৯
২০১৪	১৭৬.১১	২২৬৯.৬০	২৪৪৫.৭১	৭.২০	৯২.৮০	-৭.৭৭	৭.৯৮	৬.৬৭
২০১৫	২০৭.৩১	২৪৩৫.৭০	২৬৪৩.০১	৭.৮৪	৯২.১৬	১৭.৭১	৭.৩২	৮.০৭
২০১৬	২২৩.৪৯	২৫৪৯.৩৮	২৭৭২.৮৮	৮.০৬	৯১.৯৪	৭.৮১	৪.৬৭	৪.৯১
২০১৭	২৩৮.৬৬	২৭৪২.৭৭	২৯৮১.৪৩	৮.০০	৯২.০০	৬.৭৮	৭.৫৯	৭.৫২
২০১৮	৩৫২.০৫	৩০৪১.৮৯	৩৩৯৩.৯৪	১০.৩৭	৮৯.৬৩	৪৭.৫১	১০.৯১	১৩.৮৪
২০১৯	৩৭১.১১	৩৪১৮.৬৭	৩৭৮৯.৭৮	৯.৭৯	৯০.২১	৫.৪১	১২.৩৯	১১.৬৬
২০২০	৩৪৫.৯১	৩৩৯৬.৭৬	৩৭৪২.৬৭	৯.২৪	৯০.৭৬	-৬.৭৯	-০.৬৪	-১.২৪
২০২১	৪৬৪.৮৩	৩৭৮৫.২৭	৪২৫০.১০	১০.৯৪	৮৯.০৬	৩৪.৩৮	১১.৪৪	১৩.৫৬
২০২২	৫০৯.১০	৪১০৬.৮৭	৪৬১৫.৯৭	১১.০৩	৮৮.৯৭	৯.৫২	৮.৫০	৮.৬১
২০২৩*	৯৬৯.৩৭	৪২৩৪.৯৩	৫২০৪.৩০	১৮.৬৩	৮১.৩৭	৯০.৪১	৩.১২	১২.৭৫

উৎস: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ। * ২০২৩ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

অন্যদিকে, সরকারি 'জীবন বীমা কর্পোরেশন' ও ৩৫টি বেসরকারি জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান ২০২৩ সালে জীবন বীমা প্রিমিয়াম হিসেবে আয় করেছে ১২,২৭৯.৭৮ কোটি টাকা, যা আগের বছরের তুলনায় ৮৭৮.২১ কোটি টাকা বেশি। সরকারি ও বেসরকারি জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান সারণি ১৪.৮ এ বর্ণনা করা হলো:

সারণি ১৪.৮ঃ জীবন বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকা)

সাল	মোট প্রিমিয়াম			সরকারি অংশ (%)	বেসরকারি অংশ (%)	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি	বেসরকারি	মোট			সরকারি (%)	বেসরকারি (%)	মোট (%)
২০১৩	৩৬৫.১১	৬৪৭৪.৬০	৬৮৩৯.৭১	৫.৩৪	৯৪.৬৬	৬.৩৮	৩.৬৯	৩.৮৩
২০১৪	৩৮৯.৯৩	৬৬৮৬.৩৯	৭০৭৬.৩২	৫.৫১	৯৪.৪৯	৬.৮০	৩.২৭	৩.৪৬
২০১৫	৪০৩.৭৪	৬৯১২.৩৬	৭৩১৬.০৯	৫.৫২	৯৪.৪৮	৩.৫৪	৩.৩৮	৩.৩৯
২০১৬	৪১২.৫১	৭১৭৫.৯৪	৭৫৮৮.৪৫	৫.৪৪	৯৪.৫৬	২.১৭	৩.৮১	৩.৭২
২০১৭	৪৭৪.৭২	৭৭২৩.৭৩	৮১৯৮.৪৬	৫.৭৯	৯৪.২১	১৫.০৮	৭.৬৩	৮.০৪
২০১৮	৫১৩.০৮	৮৪৭৫.৯৯	৮৯৮৯.০৭	৫.৭১	৯৪.২৯	৮.০৮	৯.৭৪	৯.৬৪
২০১৯	৫৭৪.১২	৯০২৫.৫১	৯৫৯৯.৬৩	৫.৯৮	৯৪.০২	১১.৯০	৬.৪৮	৬.৭৯
২০২০	৬০১.৪৮	৮৮৭৪.৪৮	৯৪৭৫.৯৬	৬.৩৫	৯৩.৬৫	৪.৭৭	-১.৬৭	-১.২৯
২০২১	৬৭১.৯৯	৯৫৬০.৫১	১০২৩২.৫০	৬.৫৭	৯৩.৪৩	১১.৭২	৭.৭৩	৭.৯৮
২০২২	৭৬৩.০৮	১০৬৩৮.৪৯	১১৪০১.৫৭	৬.৬৯	৯৩.৩১	১৩.৫৬	১১.২৮	১১.৪৩
২০২৩*	৭৮৯.৯৮	১১৪৮৯.৮০	১২২৭৯.৭৮	৬.৪৩	৯৩.৫৭	৩.৫২	৮.০০	৭.৭০

উৎস: বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।* ২০২৩ সাল অনিরীক্ষিত তথ্য।

সংযোজনী ১৪.১
নিবন্ধিত বিদেশি ও যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলোর দেশভিত্তিক বিবরণ

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
১.	সৌদি আরব	২.৩৬৩	৫.৫০০	২৪৫০.০৭৬	০.১২৫	০	৫.৪১৩	৮.২৭৮	০.০১১	০	৫৯.০৩৮
২.	আমেরিকা	১২০.৮৪২	১৭.২৪৬	১৭৮.০১১	৪৯২.৬২৯	৬৪৩.৩৭৮	১৩.৫৭৪	৩২০.৭৩২	১৯.২৬১	১৭.৫৯০	০.২৯৯
৩.	থাইল্যান্ড	১৮.৬৬৭	২৭.৬৭৩	৫৮৪.০৫৬	৬.০২৪	২.২৭৭	০.০৪৭	০.০৬৯	০	০	০
৪.	ভারত	৩৪.০৩৮	৩৩.৭৬৩	২০৯.৫০০	৩১০.১৩৯	৪০.৯৩৭	২৩.১২৮	২২.৫৪৮	১৫.৭৫১	১৮৪.৮৮৯	৬.৫৫০
৫.	দক্ষিণ কোরিয়া	৪.৫৪১	১৬১.৫৪২	৯.১৫৯	১১৪.৬০২	১.৭৬১	২.৫২৫	০	১৩.৬৬০	০	০
৬.	মালয়েশিয়া	৮.৫৮৮	৮৮.৩৮৯	২৩.৮১৬	০.৫৬১	৩.৮৫২	১২০০.২৪৪	৫.২৯৪	০.০৪১	০	১.০৫০
৭.	নেদারল্যান্ডস	০.৬০৮	৪.৭৭৪	১৫.০৮১	০	১৭২০.৪০২	৪১.২৫০	১.১৭২	৮.২৫২	০.২১১	০
৮.	চীন	২৫.১০২	৭০.৩৯৬	৬১৫৩.৮৫৯	৩৭৫.১৮৯	৯৪৩.৬৪৭	১৯৩৪.৪১৩	৮৩.৮৫২	৭৯১.৯৫০	৪২৪.৬৩২	৪২১.৬৬২
৯.	যুক্তরাজ্য	৫৮.১৫৭	৫.০৮২	২.৬২৮	৩৮৬.০৭২	০.২৬২	৬.৫০৬	১.১৬৮	৪.৩৭৫	১২.২৮৯	১১.৬১৯
১০.	পাকিস্তান	০	০	১.২৯৩	০	০	০	০	০	০.৬২৭	০
১১.	জাপান	৭.২২৩	৫৯.৭৯১	১২.৩৭৫	৪৩.৭০৬	২৪৮.৫৪৯	১৮.২৯১	৩৪.০৩৯	২০.৯৮৯	১৩.৯৬৮	৪৭.৮৪৫
১২.	ডেনমার্ক	০.৫১৪	০.০২৪	০	০	০	১৪.১৩০	০	০	০.৯৯৭	০
১৩.	শ্রীলঙ্কা	০	১.৬১১	০.২	৩.৫৩২	৯৮.২৯১	০.২৫২	৫.০২৮	০	৮.৮৫৬	০.৩৪৪
১৪.	কানাডা	৭.১৯৮	০.৮৪৯	০	৩.১১৪	০.১৩৩	০	০.৫৯৭	০.২০৫	০	০
১৫.	তাইওয়ান	১৬.৫৯৪	০.৮২২	০	০.১৫২	১.১৫৭	৭৭.৫৮৯	০	৯.৪৪৩	১.২৯৪	০
১৬.	সিঙ্গাপুর	৯.৬০৫	১.৯৭৭	৫৯৬.৯১৪৯	২৩৬.০৮৯	১২৪৭.৪২৬	১৬৭.৫৮৬	৩০৩.১২৯	১.৮৮৮	৪৩.৩২১	৩৮.৫২৬
১৭.	তুরস্ক	২.২৭১	০.২৮৮	১.০২৬	৮.৫৩৫	০	২.৭৭০	০	১৩৪.৬২১	০	০.৮৪৪
১৮.	ইতালী	১.১২৭	০	১৬.৩৭৬	০	০	০	০	০.২৩৫	০	০.৩২১
১৯.	হংকং	৮.৩৪২	২.৮৮৬	৩৮.০৬৯	৬.৫২০	২৯.৯১০	০.৮৫০	০	১৫৭.১৫৪	৩.০২১	৩.৯০৭
২০.	আফ্রিকা	৩.৬২৭	০	০	০	০	০.৩২০	০	০	০	০
২১.	আর্মেনিয়া ও রাশিয়া	০	০.২৩৯	৫০.১৩০	০	০	০	০	০	০	০
২২.	বার্মুডা	০	০		০	০	০	০	০	০	০
২৩.	ফ্রান্স	০	০	৩.১১৭	০	০	০	৩.৯৩৪	১.৩২১	০.০৯৯	০
২৪.	লেবানন	১.১৩৬	০	০	০	০	০	০	০	০	০
২৫.	মরিশাস	৫৪.৬২৬	৯.৬৫৩	০	৩৪০.০০০	০	৩২.৫৪৫	০.৯৯৯	০	০	০
২৬.	ফিলিপাইন	০	০	০	০	১০.২৭৪	০	০	০	০	০
২৭.	সুইডেন	১৬.২৭৬	১.৮৩১	১.০০৬	০	২.৩৭৭	০	১.৯৬২	৫.৫৫১	০.১১১	০.০৭৯
২৮.	সুইজারল্যান্ড	১৪.৮২৪	০	০	০	১৭.৯০০	০	০.১২১	৬.৪৩৮	০.১৬৩	০.০০৯
২৯.	ফিনল্যান্ড	০.৫৫৬	০	০	০	০	০	০	১.১৫৫	০	০
৩০.	সংযুক্ত আরব আমিরাত	০.৩০১	১.১১৭	৯.৫০০	৬৯৮০.০৩৭	০.৩০০	১০৮.৯৪৪	০	৭.২৩৩	০	১৪.৭৩৩
৩১.	ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড	০	৮.৯৮৮	০	০	১.০৩৫	০	০	০	০	০
৩২.	জার্মান	১.৩৪৫	৬.৫৯৭	০.০৪৭	৭.০০৩	৪.০০০	৪.০১৯	৭৮.৩১০	৪.৬৫৪	৩২.৬০১	২২.৫০১
৩৩.	অস্ট্রেলিয়া	১.০১৬	১.০৪৭	০	০	০	২.৫৮২	৬.০৯৫	০	১.৯৯০	০.৭২৭
৩৪.	স্পেন	১.৬৯৬	০	১২.০১৪	০	১.৭১	০.৩৯৫	০.১১৪	০	০	০.২২২
৩৫.	পোল্যান্ড	০.৮৯৪	০	০	০	০	০	০	০.৫৪৬	০	০
৩৬.	বেলজিয়াম	০	০	০	০	০.৩৫	০	০	০	০.০২২	০
৩৭.	মিশর	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৮.	হাঙ্গেরী	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৩৯.	নরওয়ে	০	০	০	৪.৭৮১	০	০	০	০.৫৭১	০	০.০৯২
৪০.	জর্দান	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪১.	কুয়েত	০	০.৮৮৫	০	০	০	০	০	১.৫২৫	০	০
৪২.	মাল্টা	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০

বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগের উৎস		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩	২০২৩-২৪*
৪৩.	গিনি	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৪.	লিবিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৫.	সার্বিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৬.	ইয়েমেন	০	০.৩০৮	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৭.	নাইজেরিয়া	০.৬১৪	০	০	০	০	০	০	০.০৫৪	০	০
৪৮.	ইরান	০	১.২৪৪	০	০	০	০	০	০	০	০
৪৯.	লিথুয়ানিয়া	০	০.৫০০	০	০	০	০	০	০	২.০২৬	০
৫০.	উজবেকিস্তান	০	০	২.৭১৩	০	০	০	০	০	০	০
৫১.	বেলারুস	০	০	৫.৮৭৫	০	০	০	০	০	০	০
৫২.	নেপাল	০	০	০	১.৩৪৭	০	৮.১৪	০	০	১.০০০	০
৫৩.	ওমান	০	০	০	০	০	০.১১৭	১.১৭৬	০	০	০
৫৪.	আয়ারল্যান্ড	০	০	০	০	০	০.১১৮	০	০	০	০
৫৫.	ইংল্যান্ড	০	০	০	০	০	১.৩৪৬	০	০	০	০
৫৬.	কোরিয়া	০	০	০	০	০	১৭.৩৮৫	১০.৫৯৫	১৬১.৭৯১	২.৪৪৯	০.৭৮৩
৫৭.	বুলগেরিয়া	০	০	০	০	০	০	০.১৬৪	০	০.৫৯৬	০
৫৮.	কাজাখিস্তান	০	০	০	০	০	০	০.৪১১	০	০	০
৫৯.	এঙ্গুলিয়া	০	০	০	০	০	০	২৮.২১১	০	**০**	০
৬০.	বাহামাস	০	০	০	০	০	০	০.১৯২	০	**০**	০
৬১.	রোমানিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০.৫৮৯	**০**	০
৬২.	চেক রিপাবলিক	০	০	০	০	০	০	০	০.০৪৫	**০**	০
৬৩.	সুদান	০	০	০	০	০	০	০	১.০৪৮	**০**	০
৬৪.	চাদ	০	০	০	০	০	০	০	০	১৫.৭০২	০
৬৫.	কায়ম্যান আইল্যান্ড	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০৪৫	০
৬৬.	এস্তোনিয়া	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০৩
	মোট	**৪২২.৬৯১**	**৫১৫.০২১**	**১০৩৭৭**	**৯৭৪২.৩০৮**	**৫০১৯.৯২৮**	**৩৬৮৪.৪৮০**	**৯১৮.১৯০**	**১৩৭০.৩৫৭**	**৭৬৮.৪৯৯**	**৬৩১.১৫৪**

উৎস: পলিসি এডভোকেসি অধিশাখা, বিনিয়োগ বোর্ড। *ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত।